ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1147-1152
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.115

সমরেশ বসুর 'আদাব' ও কণা বসু মিশ্রের 'দু-বাংলার মাটি'-তে দেশভাগের অভিঘাত: তুলনাত্মক অধ্যয়ন

ইপ্সিতা দেব, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম , ভারত*

Received: 22.05.2025; Accepted: 28 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstarct

Partition is a huge history left for every Bengali. In the literary arena, different writers have presented pieces of that history in different ways. Through that presentation, the truth of the common people, the cries of those who lost their land, the autobiographies of the humiliated people, etc. have emerged. In the country where Rabindranath Tagore had free rein, the description of how his predecessors lived together in unity is scattered throughout most of the two stories. The partition, due to which people were uprooted from their roots, the people who spent day and night trying to explore themselves and their land, has become the subject of the stories of the two writers. Two widely discussed stories in the literary arena, one of which is 'Adab' written by Samaresh Basu and the other is 'Du-Banglar Mati' written by Kona Basu Mishra, have thoroughly analyzed these uprooted people, the characters in the stories written by the storytellers have emerged as spokespersons for some of the people who still break down in tears when reminiscing about the painful hearts of those who have lost their relatives. The main purpose of the discussion is to explore what the consequences of the partition have become for the current generation and at the same time; to find out from which source the two stories have merged into one estuary. Even after so many years of partition, does that pain still remain in the hearts of those who have lost their land? Is partition only a memory of today's old people, has the new generation come a long way by breaking such a web of illusion? Moreover, in both stories, we will try to find a unique dimension of friendship and our exploration is there.

Keywords: partition, Burning, Uprooting, Soul-searching, Cemembrance, Barbed wire, Politics, Religious differences, Loss of relatives, Friendship

রাজনীতি যখন মানুষের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করে তখন তাদের কাছে সমস্ত শাশ্বত এবং ভালো পংক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ তখন তাদের কাছে হয়ে ওঠে তুরুপের তাস। যেসমস্ত কারণে আমরা দেশভাগের মতো একটি বিভৎস ঘটনার সাক্ষী হয়েছি তারও মূলে রয়েছে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ। যারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হেতু অখন্ড ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করেছে। যার ফল আজও ভোগ করে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। সেই সময় থেকে শুরু করে চলতি সময় পর্যন্তও মানুষকে নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক দলের আসল উদ্দেশ্য যখন রাষ্ট্র গঠন ছেড়ে দিয়ে আখের গোছানো হয়ে ওঠে তখনই বাণের জলের মতো ভেসে যেতে থাকে সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতি, মান-সম্মান, ঘর-বাড়ি, আপনজন-পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি।

আমরা যুগ-যুগ ধরে দেখে আসছি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নিজেদের স্বার্থ পূরণের তাগিদে অতি সাধারণ জনগণের মনে ধর্মের নামে দ্বন্দ্ব ঢুকিয়ে দেয়। এবং তাদের মগজ ধোলাই করে দু-পক্ষকে একে-অপরের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত

করে। এর ফলে তৈরি হয় ধর্মকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের মধ্যে দলাদলি, দাঙ্গা ইত্যাদি এবং দু-পক্ষের এই অমানবিক আক্রমণের লাভ উঠিয়ে রাজনীতিবিদেরা তাদের স্বার্থ আদায় করে। নিজেদের ক্ষমতার লোভে বশীভূত হয়ে তারা উজাড় করে ফেলে বস্তির পর বস্তি গ্রামের পর গ্রাম। মানুষে মানুষে মেতে উঠে সংহার লীলায়। আর এসব ধর্ম নামক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে প্রশ্রয় দেয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং খবরের কাগজ। এধরনের ধার্মিক ভেদা-ভেদের ফলে দানা বাঁধে মানুষে - মানুষে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয়।

একই ভাবে হিন্দু - মুসলমানের ধার্মিক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সমরেশ বসুর রচিত 'আদাব' গল্পে আমরা শুনতে পাই এক রাতের একটি কাহিনি। যেখানে কাহিনির সূচনা হয় আত্মগোপনের মধ্যে দিয়ে। একজন মুসলমান মাঝি এবং একজন হিন্দু সুতা কলের কারিগর মিলিটারি টহলদারি থেকে আত্মগোপন করতে করতে হঠাৎই একে-অপরের মুখোমুখি এসে পড়ে নিজেদের অজান্তেই। আমরা গল্পে দেখি যে সন্দেহ, অবিশ্বাসের জেরে দুজনেই নিজেদের ধর্ম গোপন করে যায় এবং দুজনের মনেই বিপরীত পক্ষের মানুষটিকে নিয়ে আতঙ্ক দানা বাঁধতে থাকে। রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট এই ধর্মীয় ভেদাভেদের ফলস্বরূপ মানুষ হয়ে উঠেছে মানুষেরই শত্রু। একাধারে যেমন ১৪৪ ধারার সুযোগ পুলিশ দিগ-বিদিগ শূন্য হয়ে গুলি চালিয়ে সাধারণ মানুষ মারছে ঠিক তেমনি অন্য দিকে ধর্মের নামে কেতন উড়িয়ে মানুষ মারছে মানুষকে। এই 'আদাব' গল্পের কাহিনি দুজন ভিন্ন ধর্মী মানুষ এবং একটি সময় ও সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত। এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক কু-চক্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক দুটি ব্যক্তির মধ্যে যখন প্রথম চোখাচোখি ঘটান তার ব্যাখায় প্রবেশ করলে আমরা দেখি যে,

> "স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল - হিন্দু না মুসলমান?"[১]

এই দ্বান্দ্বিকতার গভীরে যদি প্রবেশ করা হয় তাহলে উঠে আসে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা সেই রাজনৈতিক স্বার্থন্বেষী মানুষদের নাম। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই গভীরতায় পৌঁছতে পারে না বলেই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিভাজন তৈরি করে, যার সুযোগ সন্ধান করে নেয় সেই রাজনৈতিক দলগুলো। যেখানে মানুষ থাকত একসময় জাত-পাত ভুলে শুধুই মানুষ হয়ে সেখানে আজ শুধুই ধর্মের নামে হানা-হানি, কাটা-কাটি, মারামারি চলছে প্রতিনিয়ত। এখানে আমরা গল্পে ও একই আচরণের ঝলক দেখতে পাচ্ছি যখন দুটি মানুষ একে-অপরের দিকে তাকিয়ে ভাবে যে সামনের ব্যক্তিটি কোন ধর্মের। অর্থাৎ তাদের কাছে নিজেদের জীবনের চাইতে ধর্ম বড়ো হয়ে উঠেছে। কারণ তাদের মজ্জায় মজ্জায় এই বিষয়টি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বিধর্মী মানেই শত্রু। এভাবেই সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে অবিশ্বাস বানিয়ে ধর্মের গোড়ামিকে কাজে লাগিয়ে সব সময় ক্ষমতায় থাকা সেই ব্যক্তিগুলো নিজেদের মতলব আদায় করে নেয়।

'আদাব' গল্পের আয়তন ছোট, কাহিনি ও মাত্র একটি নির্জন রাতকে কেন্দ্র করে তবে এই কাহিনির গভীরতা এবং সমসাময়িক সময়ের বর্ণনায় গল্পটি এক অন্য মাত্রা খুঁজে পেয়েছে। গল্পে দেখা যায় মুসলমান মাঝির মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া কথা শুনে সুতা মজুরের কি অবস্থা হয়। মাঝি যখন দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে বলে ওঠে,

> "- সোহান্ আল্লা! - নেও - নেও - ধরাও তাড়াতাড়ি । .... ভুত দেখার মত চমকে উঠল সুতা মুজর । টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।"[২]

অজানা ব্যক্তি হিসেবে মাঝির ওপর যে সন্দেহ ছিল সুতা মজুরের তা আরো বেড়ে যায় যখন সে জানতে পারে মাঝি মুসলমান। সুতা মজুরের অবিশ্বাস্য চোখ মাঝির বগলে থাকা পুটলিতেই আটকে থাকে। তার ধারণা হয় যে মাঝি হয়তো পুটলিতে ছুরি লুকিয়ে রেখেছে। এই যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয় এইসব মানুষকে কুঁড়ে খায়। ধর্মের নামে ঘটে চলে এক মারাত্মক নরসংহার যার ভুক্তভোগী হয় সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষ যাদের ওপর ভর করে ওপরের বড় কর্তারা রাজনীতি চালায় এবং সেই রাজনীতিতে পিষ্ঠ করে এইসব অতি সাধারণ মানুষদের। তৎকালীন সময়কে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্পে লেখক অত্যন্ত সাবলীল ভাবে মূল কথাকে তুলে ধরেছেন গল্পের দুই কেন্দ্র চরিত্রের উক্তিতে। আমরা দেখি কাহিনি যতই এগোয় ততই তারা দুজন ধর্মের ব্যবধান ভুলে নিজেদের ভেতরকার সন্দেহ

কাটিয়ে একলহমায় যেন অচেনা-অজানা মানুষ থেকে হয়ে ওঠে একে-অপরের পরমাত্মীয়। ঠিক সেই সময়ের ব্যবহার করে লেখক তাদের মুখে তুলে ধরেছেন কঠিন কিছু সত্য। দুজনের আলোচনার প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যায় যে মাঝি একপ্রকার কটুক্তির স্বরে বলে ওঠে,

> "হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব?"[৩]

এর প্রত্যুত্তরে সুতা কারিগর বলে ওঠে,

> "কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাত তলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।"[৪]

অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ক্লান্ত তারা মৈত্রী চায়, শান্তি চায় কিন্তু তারা চাইলেই তাদের হাতে কিছু নেই তারা অন্যের হাতের পুতুল, ওপরওয়ালা রশি টানছে আর আমজনতাকে তালে তালে নাচতে হচ্ছে। এই ধরনের দাঙ্গার ফলে কত মানুষ যে স্বজন হারা হয়েছে তার হিসেব নেই। কোনো কোনো পরিবারে একমাত্র রোজগার করা ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে কিংবা ধর্মীয় হানাহানির জেরে মারা গেছে এর ফলে তার সম্পূর্ণ পরিবার রাতারাতি ভেসে গেছে। এই যে এক কঠিন সত্য তা যেন সমরেশ বসু সমাজের নিম্নস্তরের ভিন্ন ধর্মের দুটি মানুষের মুখে বসিয়ে দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে আসলে সমাজটা কেমন হওয়া উচিত, কিন্তু বর্তমানে সমাজের যা অবস্থা তা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এ কথোপকথনের প্রক্রিয়া এতটাই সহজ-সরল সাদামাটা ভাবে লেখক তুলে ধরেছেন যে কোথাও যেন বারবারন্তের ছোঁয়া মনে হচ্ছে না। একেবারেই আপন মনের তাগিদে অন্তরের বিদ্বেষ থেকে দুটি মানুষ হক কথা তুলে ধরছে সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে।

'আদাব' গল্পে আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় যে একটা সময় দুজনের মধ্যেকার সন্দেহ মিটে গিয়ে এক নিখাদ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে কাহিনিতে। আমরা দেখি যে মাঝির স্ত্রী-সন্তানের কাছে ফেরার অনেক তাড়া কিন্তু সুতা মজুর তাকে ছাড়তে চায় না। একপ্রকার ভয় তার মনের মধ্যে যেন কাজ করে যে যদি মাঝি ভাইয়ের প্রাণটা বেঘরে যায়, আসলে সে বুঝতে পারে মিলিটারির এই গুলির তাণ্ডব এবং ধর্মের নামে চলমান এ হানাহানি কেড়ে নিতে পারে একটা সহজ সরল প্রাণ যার ওপর নির্ভর করে আছে তার গোটা পরিবার সে না ফিরলে হয়তো তাদের খাওয়া পড়া কোনোটাই সম্ভব নয় এবং তার অনুপস্থিতিতে ভেসে যেতে পারে তার স্ত্রী সন্তান সকলের জীবন সেই আতঙ্ক থেকে মাঝি ভাইকে আটকে রাখার এক অদম্য তাগিদ সুতা মজুরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তার ভয়কে কাটিয়ে দিয়ে মাঝি যখন রওনা দেয় তখন মাঝির মুখের কথা যেন পাঠক হৃদয়কে আকুল করে তোলে। মাঝি বলে,

> "- পারবো না ধরতে, ডরাইওনা। এইখানে থাইকো, য্যান্ উইঠো না। যাই.... ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা । নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব । - আদাব ।
> - আমিও ভুলুম না ভাই - আদাব।"[৫]

মাঝির এই কথায় সুতা-মজুর যেন এক প্রকার স্থির পাথর হয়ে পড়ে কারণ সে জানে না তার পরবর্তীতে কি হতে চলেছে মাঝির জীবনের সাথে, মাঝি কি সত্যি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে এক প্রশ্ন যেন তার মনের মধ্যে বারংবার আঘাত করতে থাকে? তার অন্তর যেন বারবার বলে ওঠে, "ভগবান - মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।"[৬]

ধর্মীয় ভেদা-ভেদকে ভুলে গিয়ে মানুষে-মানুষে যে এক সম্প্রীতির বার্তা লেখক এখানে এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তা যথার্থ সার্থক। দুজনের আলাপের শুরুতে যে সন্দেহ, ভীতি কাজ করছিল তা পরবর্তীতে যেন মানবতাবাদের এক মোহনীয় রূপ নিয়েছে। ধর্মের মোড়ক সরিয়ে দিয়ে দুজনেই দুজনের মঙ্গল কামনায় নিজেদের আরাধ্যের শরণাগত হয়েছে। গল্পের একেবারে শেষে মাঝি যখন নিজের জীবনের শেষ আদাব ঘোষণা করে দিয়ে মিলিটারির গুলিতে অন্তিম শ্বাস নেয় তখন সুতা-মজুর সব ধর্মের গণ্ডি ডিঙিয়ে যেন এক মসৃণ বন্ধুত্বে মাঝির জন্য চোখের জল ফেলে আর ভাবতে থাকে মাঝির তার স্ত্রী সন্তানের কাছে ফিরে যাওয়া হলো না, না জানি তাদের কি হবে? মাঝির অনুপস্থিতিতে তার সংসারের হাল কে ধরবে? কি হবে তাদের পরিণতি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক রাতের মধ্যে তৈরি হওয়া এক নিখাদ বন্ধুত্ব রাত পোহানোর পূর্বেই বিচ্ছেদের রূপ নিল কিন্তু তা যেন এক আত্মিক যোগাযোগে ধর্মের সীমানা পেরিয়ে মানবতাবাদের অসীম আলোয় অবিচ্ছিন্ন থেকে গেল। তবে বিষয়ের গভীরতা

যাচাই করলে 'আদাব' গল্পটি যেমন পাঠক হৃদয়কে চোখে জল আসতে বাধ্য করে তার সাথে সাথে রাজনৈতিক শক্তির ভুল প্রয়োগের ফলে ছন্নছাড়া হয়ে যাওয়া একদল মানুষের মুখে রক্ত উঠে আসার কথাও বলে ।

রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট এই ধর্মীয় যুদ্ধে যেমন দুই বন্ধু জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আলাদা হয়ে যায় ঠিক সেই জায়গা থেকেই সূত্রপাত হয় দেশভাগের ফলে দুই বন্ধুর পরিণতির কাহিনি নিয়ে ঔপন্যাসিক কণা বসু মিশ্রের উপন্যাস 'দু-বাংলার মাটি'। নয় নয় করে দেশভাগ কাটিয়ে এসেছে অনেকগুলো বছর, কিন্তু সেই বিভাজন রেখা যেন আজও কিছু সংখ্যক মানুষের আর্তনাদের কারণ হয়ে রয়েছে। তৎকালীন সময়ে দলীয় রাজনীতির ভেদাভেদের কারণে ভুক্তভোগী হয়েছে লক্ষাধিক মানুষ, যারা ছিন্নমূল হয়ে নিজেদের সবটা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। আজও ঠাকুমা-দিদিমার আর্তনাদে ভেসে ওঠে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ছবি। এই ধর্মীয় দাঙ্গায় কত লোক প্রাণ হারালো কত নারীর শ্রীলতা হানি হলো তার হিসাব কেউ রাখেনি। কাতারে কাতারে মানুষের মৃত্যু মিছিল ঘটিয়ে দিয়ে দেশটা দ্বিখন্ডিত হলো কিন্তু যারা এই ভূখণ্ডের বিভাজনকে মেনে নিতে পারল না তাদের মধ্যে কারো কারো দেহ এ বাংলায় তো মন পড়ে রয়েছে ওপার বাংলায়, আবার কারো কারো দেহ ও বাংলায় তো মন পড়ে রইল এ বাংলায়। এই দ্বান্দ্বিকতার পটভূমিতেই রচিত 'দু-বাংলার মাটি' উপন্যাসটি।

উল্লিখিত উপন্যাসের সূচনা হয় সবিতাব্রত নামের এক বৃদ্ধ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। যার স্মৃতিচারণে শুধুই ভেসে আসে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ছবি। এই সবিতাব্রত বর্তমানে কোলকাতার পার্ক সার্কাসের দিলখুসা স্ট্রিটের বাসিন্দা। ভরপুর সংসার নিয়ে তার জীবন, তবু যেন এক পিছুটান তাকে হামেশাই টানে। তার ফেলে আসা স্মৃতি বাংলার নদী-পুকুর, গাছ-পালা, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি তাকে শুধুই টানে পেছন দিকে। কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে হামেশাই কোণঠাসা করা হয় এইসব বিষয়ে। পরিবারের মতে এ শুধুই তার বার্ধক্যজনিত ভীমরতি। ঔপন্যাসিক তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন যে কিভাবে সবিতাব্রত তার স্বপ্নে অ্যালবামের মতো স্মৃতিগুলো হাতরে বেড়াচ্ছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় সবিতাব্রতের স্মৃতির পাতার উল্লেখে আমরা দেখি যে,

> "এখন মধ্যরাত। সবিতাব্রত স্বপ্ন দেখছেন। বিলের মধ্যে নৌকা যাচ্ছে। এই নৌকার গলুইত বসে ভাদু। বৈঠা বাইছে। আর আলি বসে আছে আরেকটি গলুইতে। আলির হাতে লগি। সবিতাব্রত বসে আছেন নৌকার পাঠাতন এর ওপর। ওদের দুজনেই জারি গান গাইছে। আলি লগি দিয়ে ঠেলছে জলের তলার মাটি। ওই মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধটা সবিতাব্রতর নাকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। আহ! কি আরাম। কি আরাম। কি আনন্দ বিলের ধার ঘেঁসে চোল কলমির ঝাড়।"[৭]

স্বদেশের প্রতি এই যে এক অমোঘ টান তা প্রতিটি ছিন্নমূল মানুষের বুকের আর্তনাদ হয়ে ফুটে উঠেছে সবিতাব্রতের মুখে। ভিটে হারা স্বজনহারা সেই মানুষগুলো আজো ডুকরে কাঁদে কাঁটাতার ডিঙিয়ে একটিবার সেই জন্মমাটিতে পা রাখার জন্য। এই ভূমিহারা মানুষদের মুখপাত্র হয়ে উঠে এসেছে উপন্যাসের সবিতাব্রত চরিত্রটি।

আমাদের পূর্বসূরী অর্থাৎ ঠাকুমা-দিদিমাদের মুখে আমরা হামেশাই তাদের ফেলে আসা ভূমির গল্প শুনি যার মাঝে উঠে আসে তাদের ফেলে আসা গ্রাম, ফেলে আসা প্রকৃতির মাধুর্যপূর্ণ সৌন্দর্য, এবং তাদের ঘরবাড়ি ভিটেমাটি তাছাড়া উল্লেখযোগ্য রকমারি রান্নার আস্বাদ, বাকি সব কিছু দেশভাগের ফলে তারা হারিয়ে ফেললেও রান্নাটা যেন ঠাকুমা-দিদিমারা নিজেদের যাপনে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখতে চান আর তাই বলে বিভিন্ন রকমের পুরনো রান্নার ঐতিহ্যের গন্ধ আজও ছড়িয়ে পড়ে মা-দিদিমার হেঁসেলে। কিন্তু তাদের ভগ্ন হৃদয়ের কান্না বর্তমান প্রজন্মের কাছে শুধুই রং-চং মাখানো কিছু গল্প মাত্রই হয়ে থেকে গেছে। কিন্তু সেই গোটা একটা প্রজন্মের মন পড়ে রয়েছে অবিভক্ত বঙ্গদেশের কোনো গাঙের পাড়ে অথবা ধানের ক্ষেতে কিংবা প্রকৃতির আরো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায়। একলহমায় স্বদেশ যখন বিদেশে পরিণত হয় তখন বোধহয় এমনটাই অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক। ঠিক একইভাবে সবিতাব্রতের মনেও এই ধরনের উন্মাদনার প্রকাশ উপন্যাসে দেখা গেছে। যে উন্মাদনাকে পরিবারবর্গ বানানো গল্প মনে করায় সবিতাব্রত তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে,

> "- গপ্প নয় গো গপ্প নয়। আমার ঠাকুরদাদা সত্যিই যে বড় জমিদার ছিলেন। বিশাল দালান। তার হাতে লাঠি। পাকানো ইয়া গোঁফ।"[৮]

এই স্মৃতিকাতরতায় ডুবে থাকতে থাকতে সবিতাব্রত যেন নিজের বয়সের মাত্রা ভুলে সরাসরি পৌঁছে যেতেন নিজের বাল্যকালে, যেখানে নেই কোনো কাঁটাতারের বেড়া, নেই কোনো রাজনৈতিক শক্তির আক্রমণ।

'আদাব' গল্পের মতো 'দু-বাংলার মাটি' উপন্যাসেও রয়েছে দুটি পুরুষ চরিত্র যার একজন হিন্দু আর অপরজন মুসলমান। এই গল্পে দুই বন্ধুর সম্পর্ক বাল্যকাল থেকে। দেশভাগের ফলে যাদের বসতস্থল আলাদা-আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে আত্মিক টান রয়েছে তার ফলে এই দুই বন্ধু কাঁটাতার পেয়েও নিয়ম মেনে সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করে। কারণ তাদের কাছে ধর্মের ঊর্ধ্বে গিয়ে বাল্যকালে কাটিয়ে আসা সেই দিনগুলো বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সবিতাব্রতের সেই মুসলমান বন্ধু আবুতালেবে জন্মসূত্রে এপার বাংলার অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গদেশের লোক কিন্তু ছোটবেলায় ওপার বাংলায় মামাবাড়িতে বেড়ে ওঠার ফলে সবিতাব্রতের সঙ্গে একই গ্রামের স্কুলে পরতেন। এই যে একসাথে বেড়ে ওঠা দুটো বন্ধুর সবকিছু একলহমায় দ্বিখন্ডিত হয়ে যায় শুধুমাত্র দেশভাগের ফলশ্রুতিতে। একসাথে কাটিয়ে আসা তাদের সেই স্বপ্নীল মুহূর্তগুলো আজ শুধুই কিছু কিছু খন্ডচিত্র মাত্র, যা হাতরে বেড়াচ্ছে সবিতাব্রত এবং আবুতালেব। তবে উপন্যাসে আমরা দেখেছি এই দুই বন্ধুর মধ্যে যোগাযোগ এখনো অব্যাহত রয়েছে, এছাড়াও আমরা দেখেছি যে যখনই এই দুই বন্ধু একসাথে বসেছে তখনই তারা দু-বাংলার পুরোনো স্মৃতি ঝালিয়ে নিয়েছে বরাবরই। দেশভাগের ফলে যে সাধারণ মানুষের কি দুর্দশা হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে এই দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। তবে দেশভাগ যেন এই দুই বন্ধুর মনকে আলাদা করে দিতে পারেনি সবিতাব্রতের ঘরে যখন আবুতালেব আসে তখন আমরা দেখি যে বন্ধুর কাছ থেকে সবিতাব্রত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের গ্রাম-শহর, নদী- পুকুর, মানুষজন সবার খবর নিচ্ছেন, তিনি বন্ধুকে প্রশ্ন করছেন,

> "হরতকী বৈরাগীর খবর কি? সেই যে একতারা বাজিয়ে গান গাইত, লালন ফকিরের গান? আবুতালেব বললেন, সে তো মইরা গেছে। তবে তার লগে থাকত রূপসী এক বিবি। হেই অহনও বাইচা রইছে। অহন তার হাতে উঠছে একতারা।"[৯]

এই যে একজন ছিন্নমূল মানুষের নিজের ভিটেমাটির প্রতি কিংবা নিজের গ্রামের মানুষজনদের প্রতি এক অমোঘ টান তা যেন কোনোভাবেই প্রত্যাহার করতে পারছে না সবিতাব্রত কিংবা আবুতালেব। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষ মুহূর্তে এসে যেন সেই অবিভাজ্য বঙ্গদেশের মাটিতে প্রাণ আটকে থাকা প্রতিটি মানুষের চোখে জল এনে দিয়েছেন আবুতালেবের শব্দহীন আকুতির মধ্যে দিয়ে। আমরা দেখেছি আবুতালেব বারংবার এপার বাংলায় ছুটে আসে তার আপনজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। এবার আবুতালেবের সাথে বন্ধু সবিতাব্রতও যায় তার বন্ধুর আপনজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু এই সাক্ষাত যেন সবিতাব্রতকে ভেতর থেকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। ভীষণই বেদনাদায়ক সে দৃশ্য যেখানে আবুতালেব এক কবরস্থলে পৌঁছেছে তার আত্মীয় পরিজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে তাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, তাদের স্মৃতি রোমন্থন করতে। যে দৃশ্য অনুভবের মধ্যে দিয়ে বন্ধু সবিতাব্রত ভীষণভাবে আবেগিক হয়ে পড়ে।

এই যে দুই বন্ধুর এক আত্মিক টান নিয়ে ঔপন্যাসিক 'দু-বাংলার মাটি' উপন্যাসের রচনা করেছেন তাতে ফুটে উঠেছে দেশভাগের ফলশ্রুতির কিছু অংশ যা সত্যিই এক বেদনার্ত কাহিনি। 'আদাব' গল্পেও একই ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভী কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মের দামামা বাজিয়ে তান্ডব চালিয়েছে মানুষে-মানুষে যার ফলে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে যখন সন্দেহ কাটিয়ে দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষ বন্ধু হয়ে ওঠে তখন সরকারি মিলিটারির গুলিতে প্রাণ খোয়ায় মুসলমান মাঝি এবং এখানেই বিচ্ছেদ ঘোষণা হয় দুই বন্ধুর, যারা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর অন্যদিকে কণা বসু মিশ্রের উপন্যাসে একইভাবে ভিন্নধর্মী দুই বন্ধু দেশভাগের ফলশ্রুতিতে তাদের বসতবাটি আলাদা হয়ে গেলেও অন্তরের টানে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে মাঝে মাঝে আর তখন তারা শুধুই স্মৃতিতে ভাসে। তাই দুটি কাহিনির পাঠান্তে কোথাও গিয়ে যেন মনে হয় 'আদাব' গল্পের সমাপ্তি লগ্নেই সূচনা হয় কণা বসু মিশ্রের 'দু-বাংলার মাটি' উপন্যাসের।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, সমরেশ, 'মরশুমের একদিন', অন্যধারা প্রকাশনী, কলকাতা ৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৮, পৃষ্ঠা - ১৪৯
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫২
৪. তদেব পৃষ্ঠা - ১৫২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪
৬. বসু মিশ্র, কণা, 'ছটি উপন্যাস', প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা - ১৬৬
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৪
৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৪

আকর গ্রন্থ:

১. বসু মিশ্র, কণা, 'ছটি উপন্যাস', প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯
২. বসু, সমরেশ, 'মরশুমের একদিন', অন্যধারা প্রকাশনী, কলকাতা ৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৮